আপডেট: মেহেরপুরের গাংনীতে লিচুবাগান দখলকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষে উভয়পক্ষের দুজন নিহত

মেহেরপুরের গাংনীতে লিচুবাগান দখলকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষে উভয়পক্ষের দুজন নিহত হয়েছে।শনিবার সন্ধ্যা ছয়টার দিকে উপজেলার সাহেবনগর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন সাহেবনগর গ্রামের কবিরের ছেলে ইসমত কবির ডাবলু ও একই গ্রামের সেকেন সরদারের ছেলে সানারুল ৫৫।

নিহত ইসমত কবির ডাবলুর বোন সাবিনা জানান, তাদের একটি লিচুবাগান দীর্ঘ ৩০ বছর যাবৎ ভোগ করে আসছেন।কিন্তু ঘটনার সময় সেকেন সরদারের ছেলে সানারুল ও ইউপি সদস্য হাবিবের নেতৃত্বে তাদের সহযোগীরা লিচুবাগান দখল করতে আসলে উভয়ের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে সংঘর্ষে তার ভাই কে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করা হয়।

অপরদিকে নিহত সানারুলের স্ত্রী রশিদা খাতুন জানান, খবির ও তার ছেলে ডাবলু তাদের লিচুবাগান দীর্ঘদিন ধরে জবরদখল করে রেখেছে। জমির কাছে গেলে তারা ধারালো অস্ত্র দিয়ে আমার স্বামীকে কুপিয়ে হত্যা করে। গাংনী থানার ওসি মোঃ ওবায়দুর রহমান জানান, লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। সার্বিক ঘটনা তদন্ত চলছে।

গাংনী থানার তদন্ত ওসি’র দুই মাসের বেতনের টাকায় খাদ্য সহায়তা প্রদান

দুই মাসের রেশন ও বেতনের টাকায় দুস্থ্যদের সহায়তা করলেন গাংনী থানার তদন্ত ওসি মোঃ সাজেদুল ইসলাম। শুক্রবার সকালে গাংনী থানা চত্বরে তিনি নিজ বেতন ও রেশন এর অর্থ দিয়ে খাদ্য সহায়তা প্রদান

□□□□□

□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□ □□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□ □ □□□□□□ □□□□□ □□ □□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□ □□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□

□□□□□ □□□□□ □□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□,□□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□ □□□ □□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□ □□□□ □□□ □□ □□□ □□ □□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□ □□□ □□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□

□□□□□□□ □□□□□□ - □□□□ □

□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□'□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□ (□□) □ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□ (□□)□

□□□□□□□□□□ □□□□….

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ওরা ১৭ জন

বিশ^ব্যাপী মরন ব্যাধি করোনা নিয়ে ভীত ও সন্ত্রস্ত। অনেকেই ব্যাবসা বানিজ্য গুটিয়ে পরিবার পরিজন নিয়ে রয়েছেন হোম কোয়ারেন্টিনে। সেখানে জীবনের মায়া ত্যাগ করে স্বেচ্ছায় সেবা দিয়ে যাচ্ছেন ওরা ১৭ জন। যদিও তারা সরকারি বেতন কিংবা ভাতা প্রাপ্ত নয় তবুও তারা নিয়োমিত স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করছেন । জীবনের ঝুঁকি থাকলেও এদের নেই কোন আত্নরক্ষার সরঞ্জামাদী। পরিবার পরিজন নিয়ে এদের সংসার চলে অভাব অনটনে।

সকল শ্রেণি পেশায় নিয়োজিত মানুষ যখন ভয়ে ভীত। পরিবার পরিজন নিয়ে যখন ঘরে বসে সময় পার করছেন অনে্◌েকই। তেমন মূহুর্তে জীবনের মায়া ত্যাগ করে পরিবার পরিজনের তোয়াক্কা না করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়মিত স্বে”চ্ছায় শ্রম দিয়ে যাচ্ছেন ওরা ১৭ জন।

উপজেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে হাসপাতালে সেবা নিতে আসা মানুষকে সেবা দিতে একটু পিছপা হচ্ছেননা তারা। হাসপাতালের অন্যান্য স্টাফদের সেফটি ইকুইভমেন্ট দেয়া হলেও তারা তা থেকে হয়েছেন বঞ্চিত। নিজের টাকা খরচ করেই কিনেছেন হ্যান্ড গ্লোভ ও মাস্ক। আতংকে পরিবারের লোকজন বাহিরে আসতে নিষেধ করলেও সেবা প্রদানের নেশায় প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে পৌছান হাসপাতালে। তবুও তাদের চাকরি নাই,নাই কোন বেতন ভাতা।

জাতির এই ভয়াবহ মুহুর্তে তবুও তারা দিনের পর দিন সেবা প্রত্যাশিদের সেবা দিচ্ছেন। তাদের প্রত্যাশা হয়তোবা সরকারি ভাবে তারা একদিন মুল্যায়িত হবে
হাসপাতাল সত্রে জানাগেছে,চৌগাছা গ্রামের আনছার আলীর মেয়ে আলগুনারা। ২০১৭ সালের আগষ্ট মাসে স্বেচ্ছায় শ্রম দিয়ে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে আসেন। কর্মরত নার্সদের সহযোগীতা করেন। হিজল বাড়িয়া গ্রামের আশারুল ইসলমের ছেলে সুমন আলী ২০১৭ সাল থেকে নিরাপত্তা প্রহরী হিসেবে শ্রম দিচ্ছেন। কাজিপুর বেতবাড়িয়া গ্রামের গোলাম হোসেনের মেয়ে শারমিন মুক্তা।

তিনি ১৭ সালের প্রথম দিক থেকেই আউট ডোরে টিকিট ক্লার্ক হিসেবে

কামনা করেছেন।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা রিয়াজুল আলম জানান, স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে জনবল সংকটের কারনে দীর্ঘদিন থেকে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ১৭ জন নারী পুরুষ স্বেচ্চায় শ্রম দিয়ে যাচ্ছেন। তাদেরকে কোন আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়না। বরং যারা এখানে শ্রম দিচ্ছেন তারা তাদের নিজস্ব খরচেই দুর-দুরান্ত থেকে আসা যাওয়া করেন। সংকট কালিন মুহুর্তেও তারা সেবা প্রদান করছেন যা গাংনী বাসিসহ সকলের কাছে প্রশংসনীয়।

মেপ্র/এমএফআর

মেহেরপুর জেলা পরিষদের খাদ্য সামগ্রী বিতরণ অব্যাহত

মেহেরপুর জেলা পরিষদের উদ্যোগে অসহায়, খেটে খাওয়া, কর্মহীন, মানুষের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ অব্যাহত রয়েছে।

প্রতিদিনের ন্যায় শনিবার দিনব্যাপী জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান গোলাম রসুল বাড়ি বাড়ি গিয়ে কর্মহীন, খেটে খাওয়া মানুষের মাঝে এই খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করেন।

মেহেরপুর জেলা গাংনী উপজেলার সাহারবাটি, কাজীপুর, তেঁতুলবাড়িয়া ইউনিয়নে ৪০০ পরিবারের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করে।

খাদ্য সামগ্রী মধ্যে ছিলো ১০ কেজি চাল, ১ কেজি তৈল, ১ কেজি ডাল, ৫০০ গ্রাম খেজুর ও একটি সাবান ছিলো

এই খাদ্য সামগ্রী বিতরণ অব্যাহত থাকবে বলে জানান জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান গোলাম রসুল।

কুষ্টিয়ায় দোকান খোলা রাখার অপরাধে জরিমানা

কুষ্টিয়ার ভেড়ামারায় সরকারি নির্দেশনা অমান্য করে দোকান খোলা রাখার অপরাধে তিন জনকে ১৭ হাজার টাকা জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত।

শনিবার (১৬ মে) দুপুরে ভেড়ামারা উপজেলার কুচিয়ামোড়া ও সাতবাড়ীয়া বাজার এলাকায় এ অভিযান পরিচালনা করেন ভেড়ামারা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) সোহেল মারুফ।

তিনি জানান, শনিবার ভেড়ামারা উপজেলার কুচিয়ামোড়া এলাকায় সরকারি নির্দেশনা অমান্য করে দোকান খোলা রাখার অপরাধে সংক্রামক রোগ (প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ ও নির্মূল) আইন ২০১৮, ২৫(১)(খ) ধারার অপরাধ করায় (২) মতে, এক দোকানীকে ১৬ হাজার, এবং সাতবাড়ীয়া বাজার এলাকায় দুই দোকানীকে ১ হাজার টাকাসহ মোট ১৭ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

করোনাভাইরাস মুক্ত রাখতে সরকারি নির্দেশনা মেনে চলতে সকলের প্রতি অনুরোধও জানান তিনি।

অপরদিকে কুমারখালীতে সরকারি অমান্য করে দোকান খোলা রাখায় মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে ১১ জনকে ৩ হাজার ১শ টাকা জরিমানা করা হয়। এসময় অনেক দোকানীকে সতর্ক করা হয়।

মুজিবনগরে প্রথম করোনা আক্রান্ত ব্যাক্তি সুস্থ হওয়ায় ফুলেল শুভেচ্ছা

মুজিবনগর উপজেলার বল্লভপুর গ্রামের করোনা আক্রান্ত জাহাঙ্গীর নামের প্রথম ব্যাক্তি সুস্থ্য হয়েছেন। সে ব্র্যকের স্বাস্থ্য

কর্মী হিসেবে কর্মকর্তা ও বল্লভপুর গ্রামে ভাড়া বাসাতে থাকতেন। তিনি চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা উপজেলার বাসিন্দা।
গত ২২ এপ্রিল তিনি মুজিবনগর উপজেলায় প্রথম করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হন। পরে তাকে হোম কোয়ারেন্টাইন এ রাখা হয় এবং সেখানেই চিকিৎসা পরামর্শ দেওয়া হয়।
গত ৮ মে তার করোনা পরীক্ষার জন্য নমুনা পাঠানো হলে তা নেগেটিভ আসলেও অধিকতর নিশ্চিত হওয়ার জন্য আরও একটি পরীক্ষা কারনো হয়। পরের নমুনা পরীক্ষাতেও তার করোনা নেগেটিভ আসে। ফলে শনিবার (মে
১৬) দুপুরে তাকে করোনা মুক্ত ঘোষানা করা হয়।
মুজিবনগর উপজেলা স্বাস্থ বিভাগ তাকে সুস্থ বলে ঘোষনা করেন। ঘোষনার পর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা উসমান গনি ও উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডাঃ রেজওয়ান আহম্মেদ তার বাসভবনে গিয়ে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান এবং সচেতন থাকার জন্য পরামর্শ দেন।

ইতালি ভ্রমণে বিধিনিষেধ থাকছে না

প্রাণঘাতী করোনাভাইরাসে ইতালিতে মৃত্যুর মিছিল কিছুটা কিছুটা কমতেই দেশটি ভ্রমণের ওপর বিধিনিষেধ প্রত্যাহারের প্রস্তুতি নিচ্ছে। দেশের অর্থনীতির চাকা সচল করতে আগামী ৩ জুন থেকে দেশটির নাগরিকরা সেদিন থেকে বিদেশ এবং বিদেশি নাগকরিকরা ইতালি ভ্রমণ করতে পারবেন।

আজ শনিবার (১৬ মে) প্রকাশিত এক আদেশে এ কথা জানিয়েছেন ইতালির প্রধানমন্ত্রী গুইসেপ কন্তে।

বিবিসির খবরে বলা হয়, ৪ মে থেকে ইতালিতে লকডাউন শিথিল করে কিছু কারখানা এবং পার্ক খোলার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। আর দেশটির প্রধানমন্ত্রী গুইসেপ কন্তের সই করা সাম্প্রতিক এ আদেশে, ১৮ মে থেকে কিছু দোকানা এবং রেস্তোরাঁ খোলার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। তবে সেখানে নিরাপদ শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখতে হবে।

এদিকে ক্যাথলিক চার্চগুলোও সেদিন (১৮ মে) প্রার্থনার আয়োজন করতে প্রস্তুতি নিচ্ছে। চার্চে আগতদের অবশ্যই ফেস মাস্ক পরিধানের

পাশপাশি নিরাপদ শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখতে হবে। একইসঙ্গে অন্য ধর্মের অনুসারীরাও জমায়েত করে প্রার্থনার অনুমতি পেয়েছেন।

ইতালিতে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর হয়েছে ৩১ হাজার ৬১০ জনের। দেশটির চেয়ে বেশি মৃত্যু হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রে (৮৭ হাজার ৫৫৯ জন) এবং যুক্তরাজ্যে (৩৪ হাজার ৭৮ জন)।

মানবকণ্ঠ/

এই সময়ে ঈদ ফ্যাশন

দেশীয় ফ্যাশন হাউজগুলোর সবচেয়ে বেশি বিক্রি হয় রোজার ঈদে। কিন্তু করোনার প্রভাবে এবারের ঈদ ফ্যাশনের চিত্রটা পাল্টে গেছে। কেমন কাটছে তাদের সময়।

‘উৎসবে ও প্রতিদিনে ভিন্নমাত্রা’— এই শ্লোগান নিয়েই অঞ্জন’স-এর পথচলা। ঈদকে আরও বেশি উৎসব মুখর ও প্রাণবন্ত করতে অঞ্জন’স প্রতিবছর পোশাক নিয়ে বিশেষ আয়োজন করে থাকে। ঐতিহ্য ও আধুনিকতার মিশেলে সমসাময়িক ট্রেন্ড নিয়ে এবারের আয়োজনে থাকছে জামদানি, কাঁথা, কলকা, ফুলকারি সহ বিভিন্ন ধরনের জিওমেট্রিক ও ফ্লোরাল মোটিফ। আর পোশাকের প্যাটার্ন চলমান ট্রেন্ড অনুসরণ করেই করা হয়েছে।

ঈদ আয়োজনে মেয়েদের জন্য থাকছে শাড়ি, সালোয়ার কামিজ ওড়না ও বিভিন্ন ধরনের টপস। ছেলেদের জন্য পাঞ্জাবি-পাজামা, শার্ট, টি-শার্ট ও শেরোয়ানী। শিশু-কিশোরদের জন্য থাকছে শাড়ি, সালোয়ার কামিজ, ফ্রক, পাঞ্জাবি, শার্ট ও ফতুয়া। তারুণ্য নির্ভর এবারের ডিজাইনে বিভিন্ন ধরনের কটন, লিনেন কটন, জর্জেট, সিল্ক, এন্ডিকটন সহ নতুন ধরনের উইভিং ডিজাইনের কাপড় দিয়ে পোশাকগুলো করা হয়েছে।

স্বাস্থ্যবিধি মেনে খোলা আছে অঞ্জন’স-এর ঢাকার সোবহানবাগ, রিং রোড মোহাম্মদপুর, মিরপুর, বনানী রোড ১১, বেইলি রোড, ওয়ারি, মালিবাগ, রংপুর এবং খুলনা শাখা। স্টোরের পাশাপাশি নান্দনিক রুচি ও সর্বশেষ ট্রেন্ড নিয়ে এবারের আয়োজনগুলো অনলাইনে

www.anjans.com এবং ফেইজবুক anjans.bd-এ পাওয়া যাবে। ফ্যাশন এন্টারপ্রেনারস এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ-এর সভাপতি ও অঞ্জন’স-এর শীর্ষ নির্বাহী মো. শাহীন আহম্মেদ বলেন, দেশের বৃহত্ শপিংমলগুলো বন্ধ থাকায় শুধুমাত্র গুলশান দেশিদশ খোলা আছে। সংগঠন থেকে অন্যান্য ফ্যাশন হাউজগুলোর আউটলেট খোলা না খোলার বিষয়ে সদস্যদের কোনো নির্দেশনা দেওয়া হবে না। নিজ উদ্যোগে কেউ চাইলে দোকান খুলতে পারেন। সেক্ষেত্রে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে উত্সাহিত করতে হবে।

আসন্ন ঈদুল ফিতরকে সামনে রেখে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার নিমিত্তে ‘সারা’ লাইফ স্টাইল এবার অনলাইনের মাধ্যমেই পণ্য পৌঁছে দিবে গ্রাহকের দরজায়। সারার নিজস্ব ওয়েবসাইট এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সারার পেজ থেকে পণ্য অর্ডার করলেই গ্রাহকের কাছে পৌঁছে যাবে। বরাবরের মতই সারার এবারের ঈদ আয়োজনে মেয়েদের জন্য থাকছে পার্টি ওয়্যার সিঙ্গেল পিস, পার্টি ওয়্যার থ্রি-পিস, এক্সক্লুসিভ শাড়ি, প্রিন্টেড শাড়ি, কুর্তি, প্রিন্টেড থ্রি-পিস, ফ্যাশন টপস ও ডেনিম। শিশুদের জন্য থাকছে ফ্রক, টপস, টপস-স্কার্ট সেট, টপস-বটম সেট, থ্রি-পিস, পাঞ্জাবি, শার্ট, টি-শার্ট, পোলো শার্ট, বটমস, পাঞ্জাবি-পায়জামা, নিউ বর্ন-নিমা সেট। তবে সারার ঈদ আয়োজনে এবার অন্যতম আকর্ষণ হিসাবে রয়েছে ফুল ফ্যামিলি কালেকশন— পাঞ্জাবি, থ্রি-পিস, শাড়ি, টি-শার্ট, পোলো শার্ট। অনলাইন শপিংয়ের জন্য

করোনায় থমকে থাকা জীবনে আসন্ন ঈদ উৎসব খানিকটা বর্ণিল করতে জেন্টল পার্ক এনেছে নতুন ডিজাইনের ঈদ পোশাক। স্টোরের মতো সব পণ্যই এবার মিলছে তাদের অনলাইন স্টোর ও ফেসবুক প্লাটফর্মে। দেশি মোটিফের সঙ্গে প্যাটার্ন, কাটিংয়ের বৈচিত্র্যতা নিয়ে পুরো ঈদ পোশাকই এবার তারুণ্যের ট্রেন্ড নির্ভর। থাকছে কাবলি, কামিজ, কুর্তি, পাঞ্জাবিসহ শিশুদের পোশাক। নতুন পোশাক ক্রয়ে ক্রেতা আগ্রহ বাড়াতে থাকছে মূল্যছাড় ক্যাম্পেইন। শোরুমে বা অনলাইন প্লাটফর্মে কেনাকাটায় থাকছে সকল পণ্যে ২০% মূল্যছাড় সুবিধা। ঘরে বসে ঈদের পোশাক পেতে বাড়তি ডেলিভারি চার্জ দিতে হবে না। জেন্টল পার্ক অনলাইন প্লাটফর্মে কেনাকাটায় নিজস্ব ডেলিভারি টিম ঢাকা ও চট্টগ্রামে পণ্য পৌঁছে দিবে ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই। পাশাপাশি সারাদেশের গ্রাহকরাও বিনামূল্যে পাবেন বাড়তি মূল্যছাড় সহ ডেলিভারি সুবিধা। জেন্টল পার্কের উদ্যোক্তা ও প্রধান ডিজাইনার শাহাদত্ হোসেন বাবু জানান, করোনা ভাইরাস সংক্রমণে বিশ্বজুড়েই

এখন দুঃসময়। তবুও ফ্যাশনপ্রিয় সবাই যেন সীমিতভাবে হলেও ঈদ আনন্দে মেতে ওঠতে পারে তাই গ্রাহকদের বিভিন্ন সুবিধা দিচ্ছি আমরা। নিয়ম মেনে দেশজুড়ে বিনামূল্যে পণ্য ডেলিভারি সুবিধাছাড়াও সকল পণ্যে ২০% মূল্যছাড়ের ব্যবস্থা করেছি। সামাজিক দূরত্ব এবং সব ধরনের সুরক্ষা নিশ্চিত করে ১০ মে থেকে আমাদের রিটেইল স্টোর খোলা রাখা হচ্ছে। জেন্টলপার্কের স্টোর ছাড়াও ফেসবুক ভেরিফাইড পেজ এবং অনলাইনে মিলবে ঈদ পোশাকের খোঁজ ও ছবি সহ প্রয়োজনীয় তথ্য। অনলাইন শপিংয়ের জন্য: www.gentlepark.com

মুসলিম বিশ্বে চলছে সিয়াম সাধনার মাস রমজান। কয়েকদিন পরই আসছে আনন্দের দিন ঈদ। যদিও চলতি বাস্তবতায় ঈদের সেই চিরচেনা আনন্দ থাকবে না। ঘরে আটকে থাকা মানুষের মার্কেটে মার্কেটে ঘুরে কেনাকাটার আনন্দ নেই। তবুও যে জীবন থেমে নেই। আর এমন বাস্তবতায় ফ্যাশন ব্রান্ড বিশ্বরঙ-এ থাকছে ঘরে বসেই ঈদ শপিং করার সুযোগ। অনলাইনে পছন্দের পোশাকটি অর্ডার করলেই পৌঁছে যাবে আপনার ঘরে। কারণ পণ্য সরবরাহের প্রতিটি ধাপে বিশ্বরঙ-এর থাকে সর্বোচ্চ সতর্কতা। বিশ্বরঙ-এর অনলাইন শপে স্বাভাবিক সময়ের মতো মন মাতানো সব বাহারি ডিজাইনের কালেকশনই থাকছে; সেই সঙ্গে থাকছে ঈদ শুভেচ্ছা স্বরূপ ১০% মূল্যছাড়। ওয়েব পেজ www.bishworang.com এবং ফেসবুক পেজ bishworangfanclub-এর মাধ্যমে অনলাইনে ঘরে বসেই কিনতে পারেন আপনার পছন্দের পোশাকটি।

এই করোনাকালে সরকার নির্দেশিত নিয়ম মেনে ক্রেতা ও কর্মীদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করে কে ক্র্যাফট ঢাকাতে কিছু নির্দিষ্ট শাখা ও খুলনায় অবস্থিত শাখা ক্রেতাদের জন্য সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত খোলা রাখছে। এ ছাড়া প্রতিষ্ঠানটির অনলাইন শপ www.kaykraft.com এবং ফেসবুক পেজ kaykraft.com.bd-এর মাধ্যমে দেশে ও বিদেশে ক্রেতারা বিকাশ, ক্রেডিট ও ডেবিট কার্ড এবং ঢাকায় ক্যাশ অন ডেলিভারি নিয়ে পছন্দের পোশাক কিনতে পারছেন।

স্বাস্থ্যবিধি মেনে খোলা আছে কে ক্র্যাফট এর ঢাকার সোবহানবাগ, রিং রোড মোহাম্মাদপুর, মিরপুর, বনানী রোড ১১, বেইলি রোড, ওয়ারি, মালিবাগ, আজিজ সুপার মার্কেট, গুলশান দেশিদশ এবং খুলনা শাখা।

দেশের জনপ্রিয় ব্র্যান্ড কে ক্র্যাফটের উদ্যোক্তা খালিদ মাহমুদ খান বলেন, অনলাইন ও আউটলেট থেকে এই দুর্যোগ সময়ে যারা কেনাকাটা করে দেশীয় পোশাক শিল্পের সাথে যুক্ত সবাইকে তাদের নিজ নিজ পেশা

রক্ষায় সাহায্য করছেন—তাদের সবার প্রতি কে ক্র্যাফট কৃতজ্ঞতা স্বরূপ সীমিত সময়ের জন্য ৩০% ছাড়ে সকল পণ্য বিক্রি করছে। তিনি আরও বলেন, এবারের ভিন্ন প্রেক্ষাপটে ঈদ উদযাপনে অনেক ক্রেতা নানা কারণে কেনাকাটাতে সাশ্রয়ী হবেন, আবার কেনাকাটা না-ও করতে পারেন। ক্রেতাদের প্রতি আহ্বান, আপনি যদি কেনাকাটা করেন, তাহলে দেশীয় পণ্যই কিনুন, দেশজ উৎপাদনে সহযোগী হন।

ইত্তেফাক/

মেহেরপুর পৌর হাটে বিক্রেতা থাকলেও মিলছে না ক্রেতা

প্রাণঘাতি করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবে দীর্ঘদিন লকডাউন থাকার পরে গত ১০/০৫/২০ তারিখ থেকে অল্প পরিসরে হাট বাজার, মার্কেট চালু করার অনুমতি দেয় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী।

তারই পরিপ্রেক্ষিতে গত মঙ্গলবার থেকে চালু হয় মেহেরপুরের পশুর হাট।

গতকাল শুক্রবার বিকালে মেহেরপুর পশুর হাটে গিয়ে দেখা যায়, নেই কোন পশু কেনাবেচা। তবে দেখা যায় কিছু পোশাক বিক্রেতাদের ফুটপাতে বসে পোশাক বিক্রয় করতে।

ফুটপাতের পোশাক বিক্রেতা সামসুল হক জানান, দীর্ঘদিন লকডাউন থাকার পরে হাট-বাজার চালু হলেও নেই কোন আমাদের বেচাকেনা।

গরু ব্যবসায়ী জাকির মন্ডল জানান, আগে গরুর ব্যবসা করতাম এখন গরু বেচাকেনা বন্ধ তাই এখন পুরানো সাইকেলের ব্যবসা করছি।

অপরদিকে সবজি বিক্রেতাদের দেখা যায় হতাশ হয়ে বসে থাকতে, সবজি বিক্রেতা থাকলেও নেই পর্যাপ্ত ক্রেতা। সবজি এনে সারা দিন বসে থেকেও মিলছে না ক্রেতা।